দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ২০২৩-২৪ মাড়াই মৌসুমের স্লো-ফায়ারিং উদ্বোধন

কেরুজ চিনিকলে ২০২৩-২৪ মৌসুমে আখ মাড়াই উপলক্ষে চিনিকলের বয়লিং হাউজে স্লো-ফায়ারিং দেওয়া হবে আজ শুক্রবার দুপুর ৩ টায় বয়লিং হাউজের সামনে। স্লো-ফাযারিং উপলক্ষে আজ শুক্রবার দুপুরে মিল হাউজের বয়লার বিভাগে এক আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।

দোয়া শেষে বয়লারে ২০২৩-২৪ মাড়াই মৌসুমের অগ্নিসংযোগের মধ্য দিয়ে স্লো-ফায়ারিং উদ্বোধন করবেন দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।

১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত চুয়াডাঙ্গা জেলার ঐতিহ্যবাহী দর্শনায় অবস্থিত এশিয়া মহাদেশের মধ্যে দ্বিতীয় ও দেশের একমাত্র ভারী চিনিশিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোং (বাং) লিঃ। এ চিনিকল আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মিলটির যেন সারা ঘায়ে পরিণত। প্রতিবছর এ মিল থেকে সরকার কোটি, কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করলেও যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ছিলো উদাসীন। কেরুজ চিনিকলটি আধুনিকায়ন করণে মিলের শ্রমিক-কর্মচারী ও এলাকাবাসীর কাংঙ্খিত দাবি বারবার হয়েছে উপেক্ষিত। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজি আলী আজগার টগর মহতি উদ্যোগে মিলটিকে আধুনিকায়নের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয় থেকে সাড়ে ৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন।

পরবর্তীতে আধুনিকায়ন কাজের জন্য ডিষ্টিলারী সহ বিভিন্ন উন্নয়নে মোট ১০০ কোটি টাকা বরাদ্ধ দেওয়া হয়। তারই আপ্রাণ প্রচেষ্টায় মিলটি আধুনিকতার ছোঁয়া পেলেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কচ্ছপ গতিতে কাজ চলায় দীর্ঘ ১০ বছর অতিবাহিত হলেও পূরোপুরি আধুনিকায়নে রুপ নিতে পারেনি।

এদিকে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মিলটি প্রতি বছরেই পুরোনো যন্ত্রাংশ জোড়াতালি ও ঝালাই-মেরামত করে আখমাড়াই কার্যক্রম শুরু করতে হয়। যার ফলে শুরু থেকেই নানা রকম সমস্যার মোকাবেলার মধ্যদিয়ে টেনেহেঁচড়ে মাড়াই মৌসুম শেষ করতে হয় চিনিকলটির। ফলে লোকসান গুনতে হয় কোটি, কোটি টাকা। বর্তমানে আধুনিকায়নে বয়লিং, কেইন

কেরিয়ার ও মিলহাউজের কাজ চলছে।

এরমধ্যে কিছু কাজ সম্পন্ন হলেও বেশির ভাগ কাজ অসম্পন্ন থাকায় মিলটি সম্পন্ন আধুনিকায়নে আরও এক,দুই বছর সময় লেগে যেতে পারে বলে একটি বিশ্বস্ত সুত্রে জানাগেছে। এ মৌসুমে লোকসান কাটিয়ে মুনাফা অর্জনের জন্য মিল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে নানামুখি পদক্ষেপ। আখচাষিদের সুবিধা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি, শ্রমিক-কর্মচারীদের দিকেই খেয়াল রাখা হচ্ছে।

তবে বর্তমান প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন তিনি প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে যোগদানের পর থেকে পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দর্শনা কেরুজ চিনিশিল্পকে লাভজনক স্থানে নিতে ও চিনিকলকে বাঁচিয়ে রাখতে আখ চাষ বৃদ্ধির লক্ষে কেরুজ মিল জোন এলাকায় ছুটছেন চাষিদের দ্বারে,দ্বারে। তেমনি প্রতিদিন কোন না কোন এলাকার চাষিদের সঙ্গে উঠান বৈঠক সহ সোজন্য মূলক আলোচনায় বসছেন। তিনার এমন উদ্দ্যগে এলাকার চাষিরা আখ চাষ করার কথা ব্যাক্ত করেছেন। সেই সাথে ২০২৩-২৪ মাড়াই মরসুমে প্রতিষ্ঠানটিকে কোন ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটির মধ্যে পড়তে না হয় সেদিক লখ্য রাখছেন। সেই সাথে মাড়াই মরসুম সফল করতে ওয়াটারট্রাইল সম্পন্ন সহ মিল হাউজ ও কেইন কেরিয়ার ট্রাইল দেওয়া হয়েছে।

এরমধ্যে ছোট খাটো ত্রুটির সন্ধান মিললে তা সারিয়ে নেয়া হবে। এ বছর মাড়াই মৌসুমে ১ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৪ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। চিনিকলের নিজস্ব ১ হাজার ৫৫০ একর জমিতে ২৪ হাজার মেট্রিক টন আখ উৎপাদন করেছিল। এবং কৃষকের ৬ হাজার ৯৮২ একর জমির ৯৪ হাজার মেট্রিক টন আখ লাগিয়েছিলো। কিন্তু এবার মাত্র ৪৫ দিবসে আখ মাড়াই কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে। চলতি মাড়াই মৌসুমে কেরু চিনিকল ১ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৯ হাজার ৬২৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলো।

এ বিষয়ে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, ২০২৩-২৪ মাড়াই মৌসুমে বড় ধরনের কোন যান্ত্রিক সমস্যার সম্মূখীন হতে না হয় সেজন্য সকল যন্ত্রাংশ ট্রাইল দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি কোন সমস্য আছে কিনা সেটিও দেখা হচ্ছে। তবে মিলটি মাড়াই মরসুম সুন্দর ও সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করতে সকল ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আশা রাখি সকল প্রতিকূলতা

মোকাবেলা করে মাড়াই মরসুম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। সেই সাথে সকলের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হবে। তবে চিনি উৎপাদনের একমাত্র কাচামাল হচ্ছে আখ। তিনি এতদ্বা অঞ্চলের চাষিদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আরও বলেছেন, দেশের ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান, জেলার ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান কেরুজ চিনিকলকে রক্ষা করতে বেশি বেশি করে আখ চাষের কোনো বিকল্প নেই ।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের কৃষি খামারে বীজ আখ কাটার পরিদর্শন, চেয়ারম্যান অপু

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের কৃষি খামারে আধুনিক পদ্ধতিতে হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে বীজ আখ কর্তন কাজ পরিদর্শন করেছে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু।

আজ মঙ্গলবার (৭ ফ্রেব্রয়ারি) দুপুর ১টার দিকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কেরুজ আকন্দবাড়িয়া কৃষি খামারে হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে বীজ আখ কর্তন কাজের পরিদর্শন করেন।এবং সাংবাদিকদের সাথে প্রেস ব্রিফিং করে।

এ সময় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু বলেন বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার। তাই কৃষিতে বিল্পব আনতে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছেন। এ মেশিনটি ইন্ডিয়া গুজরাটের টারর্বো এগ্রো টেকনোলজি লিমিটেড কোম্পনীর তৈরী। আমরা পরীক্ষা মৃলক চাল্লাচ্ছি। এ হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে আখ কর্তন করলে মাটির নীচ থেকে আখ কাটা হচ্ছে আমরা একর প্রতি ৫ টন আখ বেশি পাবো।
এ হারভেষ্টার মেশিনে একদিকে লেভার সংকট থেকে মুক্তি পাবো অপরদিকে সময় কম লাগবে। যার ফলে চিনির আহরনের সক্ষমতা বেড়ে যাবে। ফলে এ হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে আখ কাটলে চিনির আহরনও বেশি পাবো।তাই আগামীতে আমরা হারভেষ্টার দিয়ে আখ কাটার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি।আগামীতে চাষীরা বেশি করে আখ লাগায় সেজন্য আমরা আখের

মৃল্যে টন প্রতি ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা করার চিন্তা করছি।আগামীতে কেরুজ চিনিকলটি ঘুরে দাঁড়াবে সেজন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এ হার্ভেষ্টার মেশিনটি সদর দপ্তর কিংবা চিনিকলের টাকায় কেনা না। শিল্পমন্ত্রনালয়ের সচিব মহাদয়ের একান্ত উদ্যোগে মেশিনটি বাংলাদেশে নেওয়া হয়েছে।

এ বীজ আখ পরিদর্শন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কেরুজ চিনিকলের মহাব্যাবস্হাপক অর্থ মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম,কেরুজ চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) আশরাফুল আলম ভুইয়া, ব্যবস্থাপক (খামার) সুমন কুমার সাহা,মাহাব্যবস্থাপক দেলোয়ার হোসেন, ব্যবস্থাপক (পরিঃপ্রকৌঃ) আবু সাঈদ, আবু তালহা।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের কৃষিখামার পরিদর্শন শিল্পমন্ত্রানালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের বিভিন্ন কৃষিখামার পরিদর্শন করেছেন শিল্পমন্ত্রানালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব আফরোজা বেগম পারুল।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে খামারগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করেন তিনি।

পরিদর্শনকালে আফরোজা বেগম পারুল বলেন, বর্তমান সরকারের সঠিক পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদনে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ। সরকার কৃষকদের সম্ভাব্য সব রকম উপকরণ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের প্রবর্তিত কৃষি উপকরণ সহায়তা দেশে ও বিদেশে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। সেই সাথে কৃষি গবেষনা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিকল ও অপ্রতিকল পরিবেশ উপযোগী উচ্চ ফলনশীল কৃষি বীজ উদ্ভাবন

করেছে। স্বাধীনতার আগে প্রায় সাত কোটি মানুষের খাদ্য উৎপাদন করতেই হিমশিম খেতে হয়েছে দেশকে। তখন আমদানি করে চাহিদা মেটাতে হতো। অথচ এখন দেশের লোকসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি, পাশাপাশি আবাদি জমির পরিমাণ কমেছে প্রায় ৩০ শতাংশ। এরপরও খাদ্যশস্য উৎপাদনের রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। পরিশ্রমী কৃষক ও কৃষি বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রয়াসেই এ সাফল্য। কেবল উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, হেক্টরপ্রতি ফলনও বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষকরা এখানেই থেমে যাননি। একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল চাষের দিক থেকেও দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। আর এ সাফল্য সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কৃষকের পাশাপাশি সঠিক পরিকল্পনা ফলে সরকারি কৃষি খামার গুলোও ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। দর্শনা কেরুজ চিনিকলের কৃষিখামার পরিদর্শনে এসে তার বাস্তবতা দেখলাম।

সফরসঙ্গী হিসাবে তাঁর সাথে ছিলেন, শিল্পমন্ত্রানালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (এমআইএস) সিরাজুছ ছালেকীন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের ব্যবস্থাপক (মিলস ফার্ম) রওসন আরা আরজু।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, চিনিকলের ব্যবস্থপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন, খামার ব্যবস্থপক সুমন কুমার সাহা, ফুরদেশপুর কৃষি খামার ইনচার্জ এমদাদুল হক। ঢাকা থেকে পরিদর্শনে আসা সদস্যরা বিশেষ করে ফুরশেদপুর খামারে আখের পাশাপাশি ছোলা, মসুরী, খেসারী, সরিষা, আলু, সূর্যমুখি ফুল সহ ৯ প্রকার খাদ্য শস্য উৎপাদন করা প্লটগুলো ঘুরে দেখেন।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ডিষ্টিলারীর জি এম বাদশা এখন রাজা

কোন কর্মকর্তা একই জায়গায় দীর্ঘদিন চাকুরী করলে সেখানে দূর্নীতি অবধারিত। তাই দূর্ণীতি রোধে সরকারি চাকুরীতে বদলি ব্যবস্থা রাখা আছে। তবে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ডিস্টিলারী বিভাগের প্রধান জিএম ফিদা হাসান বাদশা দীর্ঘ ১৮ বছর ঘুরেফিরে অবস্থান করছেন একই

প্রতিষ্ঠানে।

তার নিয়োগ চিনিকলের বিএমআর প্রকল্পের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (পিডি) হিসাবে হলেও অতিরিক্ত হিসাবে আকড়ে রেখেছেন ডিস্টিলারী বিভাগের প্রধান চেয়ার। ফলে একই ব্যাক্তি গুরুত্বপূর্ণ ২টি চেয়ার ধরে রাখায় হয়েছে বাদশা থেকে রাজা। অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে প্রকল্পের পিডি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও কি কারণে ধরে রেখেছেন ডিস্টিলারীর চেয়ার। কি মধু এ চেয়ারে ?

দর্শনা কেরুজ চিনকলে ২০০৫ সালে যোগদান করেন ফিদা হাসান বাদশা। যোগদানের পর পদউন্নতি পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্ব পালন করে আসছেন তিনি। ২৬/০৫/২০১৯ তারিখ থেকে ডিস্টিলারী বিভাগে জিএম হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

এরিমধ্যে পদউন্নতি পেয়ে সদর দপ্তর থেকে চিনিকলের বিএমইকরণ প্রকল্পের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (পিডি) দায়িত্ব পান তিনি। তার মূলদায়িত্ব এ প্রকল্পে হলেও অনৈতিক সুবিধা থাকায় ডিস্টিলারীর চেয়ার কৌশলে আকড়ে আছেন।

একটি সূত্র জানিয়েছে, ডিস্টিলারী বিভাগে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার মালামাল ক্রয় হয়ে থাকে। এসব মালামাল ক্রয় কমিটিতে তার যাচাই বাচাই এবং দেখভাল করার গুরুদায়িত্ব থাকে। জনশ্রতি আছে ডিস্টিলারী বিভাগের প্রত্যেকটি মালামাল ক্রয় কমিটিতে তার অবস্থান থাকে। যার ফলে সরবরাহ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে বিশেষ সখ্যতা। যার ফলে প্রতিষ্ঠানে নিন্মমানের মালামাল সরবরাহ হয়ে থাকে এতে প্রতিষ্ঠানের লোকশান হলেও আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বনে গেছেন তিনি। ডিষ্টিলারীর ক্রয় দুর্নিতি রোধে তার অপসারণ জরুরী বলে সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীরা মনে করছেন।

তারা মন্তব্য করে বলেন, দীর্ঘদিন একই চেয়ারে থাকলে অনেকের সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠার সুবাদে দৃর্নীতি বাঁশা বাঁধে।

এব্যাপারে ফিদা হাসান বাদশা তার বিরুদ্ধে ওঠা সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, যা খুশি লেখেন কোন ব্যাপার না।

দর্শনায় কেরুজ চিনিকলের মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ

দর্শনায় কেরুজ চিনিকলের মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের কোটা ভিত্তিক চাকুরী না দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা কেরুজ চিনিকল মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রতিষ্টানিক সন্তান কমান্ডের কার্যালয়ে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যুদ্ধকালীন কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে উপস্থিত থেকে আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, ২০১৯-২০ মৌসুমে আমরা আন্দোলন করলে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মুন্ত্রী আ.খ.ম মোজাম্মেল হক, শিল্পমুন্ত্রী নুরুল মজিদ চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আগগার টগর (এমপি) মহাদয়ের নির্দেশ দেন এসমস্ত মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের দর্শনা কেরুজ চিনিকলে সেটাপের অনুকুলে নিয়োগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট তা না করে ৩২০ টকা মুজুরীতে মিল চলাকালীন সময়ে মৌসুমী চুক্তিভিত্তিক পদে তাদেরকে যোগদান করায়। এ যোগদানকৃতদের মধ্যে ২০২২-২৩ মাড়াই মৌসুমে ৯ জনকে চাকুরী থেকে বাদ দিয়ে দেয় এবং বাকী যারা কর্মরত রয়েছে তাদের কোন কাগজপত্র না দেওয়া বেতন পাওয়া নিয়ে অনিশ্চিতায় পড়েছে। তারই প্রতিবাদে মুক্তিযোদ্ধা প্রতিষ্ঠানিক সন্তান কমান্ড কার্যালয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ করেন মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানেরা।

এ সময় বক্তব্যে রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা তানজিন আহম্মেদ, জয়নাল আবেদিন, আব্দুল খালেক, আব্দুল হান্নান, আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটির সাবেক সভাপতি রুস্তম আলী, আব্বাস উদ্দিন, রেজাউল করিম সবুর, হাজি এরশাদ আলী মাস্টার, আনরুল ইসলাম, মতিয়ার রহমান, মহাসিন আলী, নাসির উদ্দীন, আলাউদ্দীন।

উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের মধ্যে মঞ্জুরুল হক,

নাজিম উদ্দীন, মোহাম্মদ আলী, রবিউর ইসলাম। তারা আরও বলেন এ দাবি আদায় না হলে বৃহত্তরভাবে আন্দোলন গড়ে তুলা হবে।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুক্তিযোদ্ধা সন্তান লিটন।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের উপব্যবস্থাপক মাসুদ রেজাকে স্ট্যাণ্ড রিলিজ

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের উপব্যবস্থপক (প্রশাসন) মাসুদ রেজাকে স্ট্যাণ্ড রিলিজ করা হয়েছে। অফিস আদেশ বলে তাকে মোবারকগঞ্জ সুগার মিলের উপব্যবস্থপক (সংস্থাপন) শাখায় যোগদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে ১ জানুয়ারির মধ্যে বদলী পদে যোগদানেরও নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

ঢাকা সদর দপ্তরের অফিস আদেশ সূত্রে জানাগেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার সদর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত চিফ অব পার্সনাল মাহরীনা তানাজ স্বাক্ষরিত পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে দর্শনা কেরুজ চিনিকলে উপব্যবস্থপক (প্রশাসন) মাসুদ রেজাকে মোবারকগঞ্জ সুগার মিলের উপব্যবস্থপক (সংস্থাপন) শাখায় বদলী করা হয়েছে। একই চিঠিতে মোবারকগঞ্জ সুগার মিলের সহকারী ব্যবস্থপক (সংস্থাপন) নুরুল হাসানকে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের উপব্যবস্থপক (প্রশাসন) হিসাবে যোগদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

এদিকে মাসুদের বদলীর আদেশ কেরুজ চিনিকলে পৌছালে তাকে নিয়ে বইতে থাকে আলোচনা সমালোচনার ঝড়। বিশেষ করে মাসুদ রেজার আচরনিক ছিলো খুবই উশৃংখল। সে ধরাকে সরাজ্ঞান করে চলত। যার তার সাথে জড়িয়ে পড় বিবাদে। সুনামধন্য প্রতিষ্ঠনে এমন একজন উগ্রমেজাজের অফিসার নিঃপ্রয়োজন বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। অপর দিকে মাসুদ তার বদলীর আদেশ শোনর পর থেকে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন। চিনিকলে আখ সরবরাহ করতে আসা চাষিদের সাথে চরম খারাপ আচরণ করতে থাকে। তার বদলী আদেশে শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে আনন্দ বিরাজ করছে।

একটি সূত্র জানিয়েছে, মাসুদ রেজা যেখানেই চাকুরী করেছেন সেখানেই বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন। তাই একটি প্রতিষ্টাণে তার থাকা হয় না।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ২০২২-২৩ আখ মাড়াই মৌসুমের উদ্ধোধন

ঐতিহ্যবাহী দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানি চিনিকলের ২০২২-২৩ আখ মাড়াই মৌসুমের উদ্ধোধন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে । শুক্রবার বেলা ৩ টার দিকে কেরুজ কেইন কেরিয়ার প্রাঙ্গণে উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে কুরআন থেকে তেলোয়াত করেন কেরুজ জামে মসজিদের পেশ ইমাম শামসুজ্জোহা।

প্রধান অতিথী থেকে মাড়াই মৌসুমের উদ্ধোধন করেন বাংলাদেশ খাদ্য ও চিনিশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু। বলেন আমরা চিনির মৃল্য ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকা বাড়িয়েছি আমরা আশা করছি তার থেকেও আখের মৃল্য বেশি করবো।এবং চাষীরা যাতে আখ চাষ করে আমরা সেদিকে খেয়াল করছি।আগামীতে মিল আরও বেশি দিন চলবে।

কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা মাহাফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) মুন্না বিশ্বাস, জিএম সম্প্রসারণ সদর দপ্তরের আহসান হাবিব, কেরুজ চিনিকলের জিএম কৃষি আশরাফুল আলম ভূইয়া’র উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন, কেরুজ চিনিকলের সদ্য যোগদানকৃত জিএম প্রশাসন ইউসুফ আলী,কেরুজ চিনিকলের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত জিএম প্রশাসন শেখ শাহাব উদ্দিন, ইক্ষু গবেষণার উদ্ধোতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জামাল উদ্দিন, কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহাম্মেদ সবুজ, সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম

পিন্স,ব্যবস্থাপক খামার সুমন কুমার সাহা, সহ- সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, সহ সহ-সাধারণ সম্পাদক খবির উদ্দিন, উপব্যবস্থাপক(প্রশাসন) মাসুদ রেজা, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি এএইচ এম লুৎফুল কবীর, কেরুজ আখচাষী কল্যাণ সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারী প্রমুখ।এশিয়া মহাদেশ তথা বাংলাদেশের রাষ্টায়ত্ত চিনিকল গুলোর মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম চিনিকল দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানি। এ ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠানটির ২০২২-২৩ আখ মাড়াই মৌসুমে কেইন কেরিয়ারে আখ নিক্ষেপ করে উদ্বোধন করা হয়।

এ বছর ৫৩ মাড়াই কার্য দিবসে ৬১ হাজার ৫’শ মেট্রিক টন ইক্ষু মাড়াই করে ৩ হাজার ৮৪০ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে মিলের মিল উদ্বোধন করা হয় । চিনিকল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়, এবার ৪ হাজার ২৩০ একর জমিতে আখ দণ্ডায়মান রয়েছে। যার মধ্যে কেরুজ নিজস্ব জমির পরিমাণ ১ হাজার ৫০ একর। বাকী ৩ হাজার ১৮০ একর কৃষকদের জমিতে আখ চাষ করা হয়েছে। আখের সঠিক পরিচর্যা, আধুনিক পদ্ধতিতে আখচাষ ও মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ কর্মকর্তাদের সার্বিক দেখভালের কারণে এবার আখের ফলন ভালো হয়েছে। যে কারণে ধারণা করা হচ্ছে আখ মাড়াইসহ চিনি উৎপাদনের লক্ষমাত্রা অর্জন সক্ষম হবে। সেই সাথে চিনি আহরণের গড় ৬.২ লক্ষ মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ আখ রোপণ মৌসুমে আনুষ্ঠানিকভাবে আখ রোপণ শুরু করা হয় গত ১ সেপ্টেম্বর। এ বছর ৭ হাজার জমিতে আখ রোপনের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠান শেষে শামীম হোসেন ও ইসমাইল হোসেনকে আখ বেশি রোপন করায় শেষ্ঠত্ব ক্রেষ্ট তুুলে দেন বাংলাদেশ খাদ্য ও চিনিশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু।অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া।

অবসরে যাবার আগেই স্বপদে থাকতে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মোতাবেক আগামী ১৪ ডিসেম্বরে নিয়ম অনুযায়ী চাকুরী কালীন অবসরে যাবার কথা রয়েছে। অবসরে যাবার আগেই নিজের চেয়ার ধরে রাখতে ২৪/০৯/২০২২ ইং তারিখ চুক্তিভিত্তিক নিয়োজনের জন্য আবেদন করেছেন। যেখানে শিল্পমন্ত্রী গত ৯/১০/২২ ইং তারিখে সুপারিশ করেছেন। ফলে তার আবেদনের ফাইলটি উপরের দিকে না গিয়ে নিচের টেবিলে ফেরত এসেছে। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন করপোরেশনের ৫ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড। ফলে অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে এটা কি আদৌও সম্ভব। আর হলে কোন আইনের বলে ? তবে সবকিছু পরিস্কার হবে ১৪ ডিসেম্বর।

অপর দিকে অনেকেই মন্তব্য করে বলেছেন, একটি রাষ্টিয় প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে চুক্তিভিত্তীক নিয়োগ পাওয়া ব্যাক্তির খুব একটা দায়বদ্ধাতা থাকে না। ফলে প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর কোন ক্ষতি সাধিদ হলে এর ক্ষতিপূরণের দায়ভার বহণ করবে কে ? আর এভাবেই যদি চাকুরীর মেয়াদ বাড়ানো যায় তাহলে অনেকেই হাটবেন এ রাস্তায়। কেউ ছাড়তে চাইবেন না তার জায়গা। বিষয়টি নিয়ে চিনিকল এলাকাই বইছে আলোচনা সমালোচনার ঝড়। এ ব্যাপারে সদরদপ্তরের এক কর্মকর্তার সাথে কথা হলে তিনি নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, চাকুরীর মেয়াদ এভাবে বাড়ানো গেলে অনেকেই সফল হতো। যা বিধানে নেই তার পিছনে ছুটা মানে বোকামি ছাড়া আর কিছুই না।